মেহেরপুর সহ সারা দেশে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম

মেহেরপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। দাম বৃদ্ধির জন্য যোগান কমের অজুহাত দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে, বেড়েছে মাছের দামও। বাজারে শীতের সবজির সরবরাহ ভালো হলেও দাম রয়েছে বেশি।

আবহাওয়া বৈরি হলেও ছুটির দিনে রাজধানীর কাঁচাবাজারে ক্রেতা সমাগম ছিল তুলনামূলক বেশি। বাজারে নিত্য পণ্যের যোগান বেশি হলেও ক্রেতার নজর পেঁয়াজের দিকে। প্রয়োজনীয় এই ভোগ্য পণ্য কিনতে বেগ পেতে হচ্ছে ভোক্তার।

সরকারি নানা উদ্যোগেও লাগাম টানা যাচ্ছে না পেঁয়াজের দরে। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও খুচরা বাজারে এক কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। ভারতীয় পেঁয়াজের কেজিও ১১০ থেকে ১১৫ টাকা।

এদিকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় চাহিদা বেড়েছে অন্য মাছের। বেড়েছে দামও। তবে চাষের মাছের তুলনায় নদ-নদীর মাছের দাম বেশি। বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম এখনও বেশি। প্রতি কেজি শিম বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। টমেটোর কেজি ১১০ টাকা। ফুলকপি, বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ৩০ থেকে ৪০ টাকায়।

মেহেরপুর বড় বাজার সহ গাংনীতে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ১০-১৫ টাকা
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের তহ বাজার ঘুরে দেখা গেছে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা বেড়ে গেছে। বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা । কোন কোন বিক্রেতা ১১৫ টাকা করেও পেয়াজ বিক্রি করেছেন বলে জানা যায়।

গত বৃহস্পতিবার পেয়াজেরর দাম ছিল প্রতি কেজি ৯০ টাকা। এক দিনের ব্যবধানে গতকাল শুক্রবার তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১০০-১১৫ টাকা কেজি।

খুচরা বিক্রেতারা বলছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে একদিনে পেয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে কাচা ঝাল গত সপ্তাহে প্রতি কেজি দাম ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা এ সপ্তাহে তার দাম বেড়ে দাড়িয়েছে

৪৫ থেকে ৫০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ স্মৃতির অন্তরালে বাবুই পাখি

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই,
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই!
আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে…..

মানুষকে মানবিক ভাবে জাগ্রত করার জন্য কবি রজনীকান্ত সেন এ কবিতাটি রচনা করেন।
তার এ কালজয়ী কবিতাটি এখনো মানুষের মুখে মুখে। বাবুই পাখিকে নিয়ে কবির ‘স্বাধীনতার সুখ’ কবিতাটি আজো মানুষ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলেও হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও বাবুই পাখির বাসা।

বাবুই পাখির বাসা আজ অনেকটা স্মৃতির অন্তরালে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ আজ থেকে প্রায় ১৫/২০ বছর আগেও গ্রাম-গঞ্জে তাল,নারকেল ও সুপারি গাছে দেখা যেত বাবুই পাখির নিপুণ কারু কাজে তৈরি দৃষ্টিনন্দন বাসা।

এসব বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই ছিল না, মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগাত এবং আত্মনির্ভশীল হতে উৎসাহ দিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে ও পরিবেশে বিপর্যয়ের কারণে পাখিটি আমরা হারাতে বসেছি। এক সময় গ্রাম-গঞ্জের তাল, নারিকেল ও খেজুর গাছে এরা বাসা বেঁধে থাকতো। প্রকৃতি থেকে তাল আর খেজুর গাছ বিলুপ্ত হওয়ায় বাবুই পাখিও হারিয়ে যেতে বসেছে।
এক সময় মেহেরপুরে তিন প্রজাতির বাবুই পাখি দেখা যেত।

দেশি বাবুই, দাগি বাবুই ও বাংলা বাবুই। তবে বাংলা ও দাগি বাবুই এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কিছু দেশি বাবুই দেখা যায়। বাসা

তৈরির জন্য বাবুই পাখির প্রথম পছন্দ তাল গাছ। এরপর নারিকেল, সুপারি ও খেজুর গাছ। এরা খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচিপাতা, ঝাউ ও কাশবন দিয়ে বাসা বাঁধে। বাসার গঠনও বেশ জটিল, তবে আকৃতি খুব সুন্দর। বাসা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত।

শুরুতে বাসায় দুটি নিম্নমুখী গর্ত রাখে। অর্ধেক বাসা বাঁধার পর তার সঙ্গীকে খোঁজে। স্ত্রী বাবুইটির পছন্দ হলে মাত্র চার দিনে বাসা বাঁধার কাজ শেষ করে। বাসার নিম্নমুখী একটি গর্ত বন্ধ করে ডিম রাখার জায়গা করে নেয়। অন্যটি খোলা রাখে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য।
বাসার ভেতরে-বাইরে কাদা লাগিয়ে রাখে। ফলে প্রবল ঝড়ে বা বাতাসেও টিকে থাকে বাসা। রাতে বাসা আলোকিত করার জন্য জোনাকি পোকা ধরে এনে রাখে। সাথী বানানোর জন্য কত কিছুই না করে পুরুষ বাবুই। স্ত্রী বাবুইকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে খাল-বিল ও ডোবায় গোসল সেরে ফূর্তিতে নেচে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে।

সাধারণত মে থেকে আগস্ট বাবুই পাখির প্রজনন মৌসুম। একটি পুরুষ পাখির একাধিক বাসা ও পরিবার থাকতে পারে। বাবুই পাখি দুই থেকে চারটি ডিম দেয়। স্ত্রী বাবুই ডিমে তা দেয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা ফোটে। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা উড়ে যায়। এরা মূলত বীজভোজী পাখি। তাই এদের ঠোঁটের আকৃতি সহজে বীজ ভক্ষণের উপযোগী চোঙাকার। আর ঠোঁটের গোড়ার দিকটা মোটা। এরা সাধারণত খুঁটে খুঁটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, ভাত, পোকা, ঘাস, ছোট উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু-রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

সোনালি ও সবুজ রঙের এ বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যেত সন্ধ্যা ও সকালে। এ পাখি যেমন শিল্পী তেমন ঘুম জাগানিয়া। চমৎকার সুরে মানুষের ঘুম ভাঙাতো। এখন নেই কোন বড় তাল আর নারিকেল গাছ। বাসা বাঁধার জায়গা না থাকায় এ পাখি বংশ বৃদ্ধি করতে পারেনি। এলাকা থেকে বিদায় নিয়েছে। পরিবেশ ও পাখি সংরক্ষণের জন্য তাল, নারিকেল গাছ লাগানো প্রয়োজন।

মেহেরপুর গাংনী মহিলা কলেজের জীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর রিনা আকতার বলেন, এখন কৃষকরা ক্ষেতে ও বীজতলায় কীটনাশক ব্যবহার করায় বাবুই পাখি মারা যায়। বংশ রক্ষার্থে তারা এলাকা ত্যাগ করেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বাবুই পাখির বংশ বিস্তারে তাল, খেজুর ও নারকেল গাছ রোপণ করতে হবে। সেই সাথে কীটনাশকের অপব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

চা-বিক্রিই ভরসা অবুঝ ৪ ভাই বোনের

বাবা মাকে হারিয়ে অথয় সাগরে ভাসছে মেহেরপুরের গাংনীর কসবা গ্রামের ৪ অবুঝ শিশু। মায়ের মৃত্যু’র পর অবুঝ শিশুদের ছেড়ে তাদের বাবা নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছে অন্যত্র।

বাবা মাকে ছাড়াই বৃদ্ধ দাদার ঘরে অনাহারে অর্ধহারে অবহেলায় মানবেতর জীবন যাপন করছে ঐ শিশুরা। ছোট তিন ভাই বোনের আহার ও পড়াশুনার খরচ জোগাতে ভাঙ্গাচোরা চায়ের দোকান দিয়েছে শিশু আশিক (১২)।

শিশু আশিক জানায়, মুস্তাকিম (১০), কুলসুম (৮) ও রিয়াজ (৬) নামের তিন ভাই বোন রয়েছে মায়ের মৃত্যু’র পর বাবা অন্যত্র বিয়ে করে তাদের ছেড়ে চলে গেছে। বৃদ্ধ দাদা দাদীর কাছে থাকে সে সহ তার ভাই বোনেরা। বৃদ্ধ দাদার অভাবের সংসার ঠিকমত চলেনা দু বেলা দুমুঠো ভাতও জোটেনা।

পরে বাড়ির সাথে একটি চায়ের দোকান চালিয়ে ভাই বোনদের পড়াশুনা ও দু বেলা আহার জোটানোর চেষ্টা করছি। আশিক আরো জানান, তারা কুড়ে ঘরে থাকেন পানিতে ভিজে অনেক রাত কাটাতে হয়েছে। তাই একটি ও দোকান থাকার জন্য একটি ঘর হলেই চার ভাই বোন মিলে কিছুটা শান্তির সাথে থাকতে পারবো।

আশিকের দাদী সালমা খাতুন জানান, ৪ জন শিশুকে নিয়ে তিনি মহা বিপাকে পড়েছেন। অভাব অনটনের সংসারে তাদের ঠিকমত খেতে দিতে পারিনা। শিশুরা বিভিন্ন সময়ে মায়ের জন্য কান্না করে। মা আসছে আসবে বলে অনেক সময় তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিই। এভাবে চলে তাদের জীবন সংগ্রাম। সরকারী ভাবে সহায়তা কামনা করেছেন তিনি।

শিশু রিয়াজ জানায় সকালে সে নুন (লবন) দিয়ে পানতা ভাত খাইছে। সে

বলে আমাদের মা নেই তাই কেউ ভালোবাসেনা ঠিকমত খেতেও দেয়না।

স্থানীয়রা জানায়, শিশুদের মা মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু’র পর তাদের বাবা ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের রাশিদুল ইসলাম পুনরায় বিয়ে করে অন্যত্র বসবাস করলেও ৪ শিশুর খোজ খবর নেয়না।

শিশুদের দাদা বৃদ্ধ নালান হোসেন অনেক কষ্ট করে কোন রকম দু বেলা দু মুটো ভাত কাপড়ের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু বয়সের ভারে নালান হোসেন ঠিকমত কোন কাজ করতেও পারেন না। বৃদ্ধ দাদার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সব স্বপ্ন শেষ করে সংসারের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে কিশোর আশিক।

আশিকের দাদা লালন জানান, কি বলবো বাবা ৪ শিশুকে নিয়ে কষ্টের সংসার চলছে। বয়স হয়েছে ঠিকমত চলাচল করতে পারিনী। কি করে অবুঝ শিশুদের মুখে ভাত তুলে দেবো সেই ভাবনায় থাকতে হয়। সরকারী ভাবে যদি মাসে ৩০ কেজি চাউল,দোকান সংস্কার করে কিছু মালামাল উঠানো যেত তাহলে হইতো কষ্টটা কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

ধানখোলা ইউপি সদস্য কসবা গ্রামের বাসিন্দা নিলু জানান, শিশুদের দেয়ার মত সরকারী ভাবে বরাদ্দ কিছু নেই। তবে তাদেও সহায়তার জন্য সকলেল এগিয়ে আসা উচিৎ।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান,পরিবারটি মানবেতর জীবন যাপন করছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন তিনি। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, শিশুদের খোঁজ খবর নিয়ে সহায়তা করা হবে।

আল-আমীন, গাংনী

মুজিবনগরে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা, দাম নিয়ে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বাগোয়ান গ্রামের ধানচাষী আনিসুর রহমান বলেন, প্রায় কৃষকই ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে রোপা আমনের চাষ করেছেন। বর্তমানে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় ধান বিক্রয় করে সে টাকা আয় হয় না। তাই এ বছর ধানের আশানুরূপ ফলন হলেও দাম নিয়ে কৃষকদের মনে সংশয় রয়েই গেছে ।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসিজ্জামান খান মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় লক্ষমাত্রা কম জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে রোপা আমন ধানের চাষ করায় ফলনও আশানুরূপ ভালো হয়েছে।

দামের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক ধানের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও তৃণমূল কৃষকরা তা পায় না। আরও একটা কারন এলাকায় কোন মিল না থাকার কারনে ও কৃষকরা ন্যায্য দাম পায়না।

কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করা হলে এই অঞ্চলের কৃষকরা লভবান হবেন, পাশাপাশি আগামীতে রোপা আমন ধানের চাষ আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও জানান তিনি।

রেজাউল করিম, মুজিবনগর

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় এক ব্যক্তির ২ বছরের জেল

ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে কামাল হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল চতুর্থ আদালতের বিচারক মো: কেরামত আলী এ রায় দেন।
কামাল হোসেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামের লিয়াকত হোসেনের ছেলে। ২০১৪ সালের মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি দল ৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ কামাল হোসেনকে আটক করে। ওই ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় ৭ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরের শেখ পাড়াই জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধে ইজিবাইক ভাঙচুর

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ার আসাদুল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা চালিয়ে পরিবারের লোকজনকে মারধর করা সহ একটি ইজিবাইক ভাঙচুর করেছে।
মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটে।

শেখপাড়ার শান্ত মীরের ছেলে আসাদুল এর সাথে প্রতিবেশী উজির শেখ ছেলে হিরোকের মধ্যে জমি জমা সংক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল।
ওই বিরোধের জের ধরে হীরকের নেতৃত্বে তার লোকজন আসাদুলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে আসাদুলের স্ত্রী ও মাকে আহত করে এবং আসাদুলের একটি ইজিবাইক ভাঙচুর করে। আসাদুল বিষয়টি সদর থানা পুলিশকে অবহিত করেছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার সন্তান অমিতাভ মীর কোলকাতায় সম্বর্ধিত

যাযাবরের শব্দ সন্ধান পরিবেশিত ও মৌলি বণিক সম্পাদিত গল্প সংকলন “খোলা খাম” এর মোড়ক উন্মোচিত হলো গত রবিবার বিকেল তিনটেয় সূর্যসেন স্ট্রিটে অবস্থিত কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

ভবনের সভাকক্ষে।

অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রতিথযশা কবি সৈয়দ হাসমত জালাল, বাংলাদেশের দ্রোহের কবি অমিতাভ মীর, কবি সুধাংশু বিকাশ সাহা, হাইকুর গুরু কবি সত্য রঞ্জন বণিক প্রমুখ।

বিশিষ্ট কথাশিল্পী মানস সরকারের সভাপতিত্বে ও চম্পা সর্দার এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও অনিন্দিতা মÐলের সুরেলা কণ্ঠের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এই গল্প সংকলনে কলম ধরেছেন মৌলি বণিক, চম্পা সর্দার, তুহিনা সুলতানা, সৌমী শাঁখারী, সন্দীপ ভট্টাচার্য্য, মৌমিতা গড়াই, সঞ্জয় সরকার, মুনশ্যাম ও বিস্ময় প্রতিভা অকাল প্রয়াত কবি ও কথাশিল্পী পায়েল খাঁড়া।

নির্ধারিত বক্তব্যে কবি অমিতাভ মীর “বিপন্ন ভাষা ও বিপন্ন সাহিত্য” শীর্ষক এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে চর্চার অভাবে ভাষা বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে সাহিত্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা তুলে ধরেন। সেই সাথে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিপন্ন হবে না যতদিন শব্দ সন্ধানী যাযাবররা তথা মৌলি বণিক, চম্পা সর্দার প্রমুখ এভাবেই নিরলস শব্দ সন্ধানের সাধনায় ব্রতী থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এ ব্রতে সম্পৃক্ত রাখতে পারবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ হাসমত জালাল এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে কবি অমিতাভ মীর এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন কবি সৈয়দ হাসমত জালাল। কবি অমিতাভ মীর চার দিনের সফল সফর শেষে আজ চুয়াডাঙ্গায় ফিরবেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালের দিকে প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন এ কাজের উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে মোনাজাত করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর আল মামুন, নুরুল আশরাফ রাজিব, আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, সচিব তফিকুল আলম, প্রকৌশলী মহাসিন আলী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

এই গভীর নলকূপ থেকে প্রতি মিনিটে ৬ লিটার পানি উত্তোলন করা যাবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর মোমিনপুর বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর এসকেএস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্যানিটেশন মাস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সোমবার বিদ্যালয় মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি সভাপতি শামীম ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন। বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, মেহেরপুর এসকেএস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা

মিজানুর রহমান প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার গাংনী উপজেলা বাজারের আলোর পথে যুবসংঘ প্রতিষ্ঠানের চত্বরে এ শুভ উদ্বোধণ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও সভাপতিত্ব করেন আলোর পথে যুব সংঘ’র সভাপতি এহসান কবির। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো: মিজানুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়নের ক্রেডিট সুপারভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান, মো: আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন সাহাবুল ইসলাম।

নিজস্ব প্রতিনিধি